'নম্বরওয়ান ভাগ্যবানের বিশেষত্ব'

আজ ভাগ্যবিধাতা বাবা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যশালী আত্মাদের দেখছেন। প্রত্যেকে নিজের নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কিরূপ ভাগ্যের রেখা কেটেছে । নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে কেউ নম্বর ওয়ান ভাগ্য নির্মাণ করেছে, কেউ ভাগ্য নির্মাণে সেকেন্ড নম্বরে । প্রথম নম্বরের ভাগ্য হল সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ। সে সর্বগুণে হোক , জ্ঞানের খাজানায় হোক , সর্ব শক্তিতে হোক সর্বদা প্রাপ্তির দোলায় দুলতে থাকে। এখন থেকেই অপ্রাপ্ত কোনো বস্তু নেই এমন ভাগ্যবানের জীবনে। প্রতিটি সেকেন্ড , প্রতিটি শ্বাস , প্রতিটি সঙ্কল্প অশেষ খাজানা প্রাপ্তি সম্পন্ন । এমন আত্মাদের প্রতিটি পদক্ষেপে চড়তি কলার অনুভূতি হয়। চারিদিকে অনেক প্রকারের খাজানা-ই শুধু দেখা যায়। প্রতিটি আত্মা নিজস্ব অতি স্নেহী অনাদি সম্বন্ধের স্বরূপ আপন অনুভব হয়। প্রতিটি আত্মা এক পিতার সন্তান হওয়ার দরুন ভাই অনুভব হয়। প্রতিটি আত্মার প্রতি এই শুভভাবনা , শুভকামনা ইমার্জ রূপে বিদ্যমান থাকে যেন সব আত্মারাই সদা সুখী এবং শান্ত হয়ে যায়। বেহদের পরিবার আর বেহদের স্নেহ থাকে। হদের বিষয়ে দুঃখ হয় , বেহদে দুঃখ হয়না। কেননা বেহদে রইলে বেহদের সম্বন্ধ , বেহদের জ্ঞান , বেহদের বৃত্তি , বেহদের রুহানী স্নেহ সব দুঃখকে সমাপ্ত করে সুখ রূপে পরিণত করে। রুহানী নলেজের কারণে প্রতিটি আত্মার কর্ম কাহিনীর পার্টের সংস্কার রূপী লাইট এবং মাইটের প্রভাবে যে দেখবে , শুনবে , সম্পর্কে , সম্বন্ধে আসবে কিন্তু প্রতিটি কর্মে অতি নেয়ারা বা ডিট্যাচ এবং অতি প্রিয় হবে। নেয়ারা ও পেয়ারা অর্থাৎ ডিট্যাচ ও প্রিয় হওয়ার সমান স্বরূপে হবে। কোন সময়ে প্রিয় হবে , কোন সময়ে ডিট্যাচ হবে - এই পার্ট প্লে করার বিশেষত্ব আত্মাকে সদা সুখী সদা শান্ত রূপে পরিণত করে। রুহানী সম্বন্ধ হওয়ার দরুন বুদ্ধি একাগ্রতার কারণে নির্ণয় শক্তি , সমায়িত করার শক্তি , সম্মুখীন হওয়ার শক্তি , সর্ব শক্তি প্রতিটি আত্মার পার্ট এবং নিজের পার্টকে ভালভাবে বুঝে প্লে করতে পারে তাই অচল ও সাক্ষী রূপে থাকে। এমন ভাগ্যবান আত্মার প্রতিটি সংকল্প এবং কর্মকে , প্রতিটি বিষয়কে ত্রিকালদর্শী স্থিতিতে দেখে থাকে। তাইজন্য প্রশ্ন চিহ্ন সমাপ্ত হয়ে যায়। এইরূপ কেন, এইটি কি ইত্যাদি হল প্রশ্ন চিহ্ন । সর্বদা ফুলস্টপ । সবাইকে তিন বিন্দুর তিলক লাগিয়েছ তাইনা? তাতে আশ্চর্য নেই। নাথিং নিউ। কি হল , এমন বলবেনা । এই হল নম্বরওয়ান ভাগ্যবান ।

তোমরা সবাই নম্বরওয়ান ভাগ্যবানের লিস্টে রয়েছ তো । সবারই ফার্স্টক্লাস পছন্দ তাইনা । সবাই এসেছে বাবার কাছে সম্পূর্ণ বর্সা প্রাপ্ত করতে। চন্দ্রবংশী হতে রাজী ? সূর্যবংশী অর্থাৎ ফার্স্টক্লাস । সর্বদা নিজের শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের স্মৃতিতে থেকে সমর্থ স্বরূপে থাকো। এমন অনুভব হয় কি ? যা বাবার গুণ তাই আমাদের গুণ। সর্বদা নিজের অনাদি আসল স্বরূপ স্মৃতিতে থাকে তো ? মায়ার নকল স্বরূপের মুখোশ পরো নাতো । যেমন ড্রামায় নকল মুখ লাগানো হয় কিনা । যেমন গুণ যেমন কর্তব্য তেমন মুখ লাগিয়ে দেয়। তবে নকল স্বরূপ হাস্যকর হয় কিনা। তেমনভাবে মায়াও নকল গুণ এবং কর্তব্যের স্বরূপে পরিণত করে দেয়। কাউকে ক্রোধী কাউকে লোভী বানিয়ে দেয়। কাউকে দুঃখী কাউকে অশান্ত করে দেয়। কিন্তু আসল স্বরূপ এইসব বিষয় থেকে মুক্ত থাকে। তাহলে সর্বদা এই স্বরূপে স্থিত থাকো। আচ্ছা - যেমন ভক্তিতে লাস্ট ডুব হয় তাইনা। তারও গুরুত্ব আছে। তো

এখানেও সবাই সাগরে ডুব দিতে এসেছ নাকি সমায়িত হতে এসেছ। সর্ব প্রকারের নিয়ম কায়দা এখনই শুরু হচ্ছে । সঙ্গম হলই মিলনের যুগ , আজ হল বেহদের দিন।

প্রতিটি জোনের নিজস্ব মহিমা আছে। গুজরাট অর্থাৎ যেখানে রাত পোহাল(রাত গত), সদা-ই দিন যেখানে । সদা-ই আলো যেখানে । অন্ধকার মিটেছে। ইউপি 'র বিশেষত্ব হল সেখানে চিনির উৎপাদন খুব বেশী । সেখানে চারিদিকে স্থূল রূপেই বলো আর সুক্ষ্ম রূপে মিষ্টত্ব অনেক বেশী।

রাজস্থান হল বিশ্বের নতুন রাজ্যের ভিঁত নির্মাতা। এখানেই মহান তীর্থ আছে এই হল এখানকার বিশেষত্ব কারণ রাজস্থান হল বাপদাদার কর্মভূমি , চরিত্র ভূমি। রাজস্থানের মহিমা হল সদা সর্বশ্রেষ্ঠ।

পাঞ্জাব জোন সর্বদা অকাল তখতে বিরাজিত থাকে। পাঞ্জাবিদের কখনও অকালতখ্ত বিস্মৃত হয়না। সর্বদা অকালমূর্ত বাবার সঙ্গে অকাল স্বরূপে স্থিত থাকে। দিল্লি হল দিলারামের হৃদয়ে বিরাজিত আত্মারা। নামও হল - দিল লি অর্থাৎ হৃদয় আসনধারী । তাহলে বাপদাদার মনের ইচ্ছে কি ? বিশ্বের উপরে সদাকালের জন্যে সুখ এবং শান্তির পতাকা উত্তোলন হোক। সর্বদা নিশ্চিন্ততার বাঁশি যেন বাজতে থাকে। তো দিল্লিবাসীরা এই লক্ষ্যটি মাথায় রেখে মহা যজ্ঞে মহা কর্তব্য পালন করছে তো । সর্বদা সহযোগের আঙুলের সাহায্যে আমরা সবাই এক - এই শ্লোগান জোর আওয়াজে শুনিয়েছে । দিল্লির উপরে সবার অধিকার আছে । কেননা সবাই রাজ্য অধিকারী হয়েছে তাইনা । তো সেবার নতুন নতুন কাজে মন দেয় যারা।

মুম্বাইকে গভর্নমেন্টও যেমন সুন্দর করে তুলছে , বিস্তৃত করছে তেমনভাবে পান্ডবদের সেবায়ও সেবার বিস্তার ভালো হয়েছে , সহযোগী আর অধিকারী দুই প্রকারের ভালো আত্মারাই সেবার বিস্তারে নিমিত্ত স্বরূপে রয়েছে । বরদান প্রাপ্ত করেছে কিনা।

মধ্যপ্রদেশে এক নিরাকার বাবার স্মারকচিহ্ন ভালো রয়েছে । এমনই ব্রাহ্মণ আত্মাদের মধ্যেও একমাত্র বাবার সঙ্গে যোগ যুক্ত থাকতে পারে , একনম্বরে আসতে পারে তাদের ভালো রেস চলছে। বিধিও রয়েছে এবং বৃদ্ধিও রয়েছে । এখন সবার বিশেষত্ব শুনেছ তো । সবার একত্রেই ডুব হল কিনা। জ্ঞানসাগর আর নদীর মিলন হল। মিলন অর্থাৎ প্রাপ্তি । খাজানা প্রাপ্তি হল কিনা । শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের দাগ টানা হয়েছে কিনা।

বাপদাদার একটি শ্লোগান সর্বদা মনে রাখবে যে, *"সদা খুশীতে থাকবে আর সর্বকে সদা খুশীতে রাখবে। চারিদিকে খুশীর বাজনা বাজাও কারণ তোমরাই হলে ভাগ্যবান আত্মা ।"*

এমন শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান , সর্বদা খুশীর খাজানায় সম্পন্ন হয়ে সর্বকে সুখের রাস্তা বলে দেয় এমন মাস্টার সুখদাতা , সকলের সংকট মোচন , বিঘ্ন-বিনাশক রূপী -- এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ আর নমস্কার ।

দিদিদের *সঙ্গে* -

মহাবীরদের শ্রেষ্ঠ সেবার স্বরূপ হল কোনটি ? যেমন অন্য সব শক্তি গুলি চিত্রে দৃশ্যমান রয়েছে । এই সব শক্তির মধ্যে সেবার জন্যে বিশেষ শক্তিটি কি ? সবাই বানী দ্বারা , বিভিন্ন সাধন দ্বারা ,

প্ল্যান প্রোগ্রাম দ্বারা তো সেবা তো করছে। তোমাদের বিশেষ সেবা কোনটি? যেমন এই পুরানো সৃষ্টি এবং হিস্ট্রীতে রয়েছে - পুরাতন সময়ে বিহঙ্গ সেবার সাহায্যে সংবাদ পৌঁছানো হতো । সংবাদ দিয়েই তারা ফিরে আসতো। তোমাদের সেবা কোনটি ? তারা বিহঙ্গ মাধ্যমে সংবাদ পৌঁছাতো তোমরা সঙ্কল্প শক্তি দ্বারা যে কোনো আত্মার প্রতি সেবা করতে পারো। সঙ্কল্পের সুইট অন করলেই সংবাদ সেখানে পৌঁছে যাবে। যেমন অন্তঃবাহক বাহক শরীরের সাহায্যে সহযোগ দেওয়া যায় তেমনভাবে সঙ্কল্প শক্তির সাহায্যে অনেক আত্মাদের সমস্যা মেটানো সম্ভব । নিজের শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের সাহায্যে তাদের ব্যর্থ বা দুর্বল সঙ্কল্প পরিবর্তন করতে পারো। এই বিশেষ সেবা সময়ানুসারে বৃদ্ধি পাবে। সমস্যা এমন আসবে যে স্থূল সাধন সমাপ্ত হয়ে যাবে। তখন কি করণীয় হবে? নিজের সঙ্কল্প গুলি এতটাই পাওয়ারফুল করতে হবে যে তার প্রভাব যেন বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পাওয়ার যত বেশী হয় বহুদূর পর্যন্ত পৌঁছায়। তো সঙ্কল্প এত শক্তি সম্পন্ন হোক যে এখানে সঙ্কল্প করলে ঐখানে ফল প্রাপ্তি হবে। যেমন বাবা ভক্তির ফল প্রদান করেন তেমনই তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা পরিবারে সহযোগের ফল দেবে আর সেই ফলের বিভিন্ন অনুভূতি হবে , এই সেবা-টিও আরম্ভ হবে।

নতুনদের দেখে , পরিবারের বৃদ্ধি দেখে , সেবার সিদ্ধি দেখে খুশী হয় কিনা। এরাও নিজের রাজধানী তৈরী করছে। রাজধানীতে সবরকমের আত্মারাই থাকবে। সম্পর্ক স্বরূপ , সেবাধারী স্বরূপ , সম্বন্ধ স্বরূপ এবং অধিকারী স্বরূপ সবরকমের আত্মাদের প্রয়োজন রয়েছে । এখন তো আওয়াজ উচ্চারিত হচ্ছে । এখন সবেমাত্র এদিক ওদিক দেখে সকলেই জানতে চাইছে এই আওয়াজ কোথা থেকে আসছে? শোনা যায় কিন্তু এখনও ক্লিয়ার শোনা যায়নি! কোথা থেকে আওয়াজ আসছে কোথায় যেতে হবে এখনও বুঝতে পারেনি। ক্লিয়ার তখনই হবে যখন বাণীর সাথে শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের শক্তি তাদের কাছে পৌঁছাবে। এখন এর প্রতি অ্যাটেনশান দেওয়া আরম্ভ হয়েছে।

প্রতিটি সীজিনে নিজস্ব একটি উজ্জ্বলতার পার্ট আছে। বাপদাদার জন্যে তো সবাই হল হারানিধি , সব কাজ স্বত:ই সহজভাবে বৃদ্ধি পাবে। কত বিশাল পরিবারের সদস্য তোমরা ।

সত্যযুগের আদি সময়ের সংখ্যা নিজের চোখে দেখবে তো নাকি । অথবা স্বপ্নে দেখবে নাকি খবরের কাগজে পড়বে - কি হবে ? এখন তো এক হাজারকেও রাখতে পারবেনা , তাহলে কোথায় রাখবে ! সবাই ব্রাহ্মণ পরিবারের সদস্য , যেদিন সবাই মধুবন ভূমিতে একত্র হবে হলচল আরম্ভ হবে। সংগঠনের চিত্র তো দেখান হয়েছে যে সবাই আঙ্গুলের সহযোগ দিয়েছে। সুক্ষ্ম রূপে তো সহযোগ দিয়েছ কিন্তু এত বিশাল পরিবার রয়েছে , পরিবারকেও তো দেখাশোনা করা দরকার । এর কোনো প্ল্যান বানিয়েছ কি ? সত্যযুগে তো শুধু তোমাদের প্রজারা থাকবে কিন্তু এখানেতো তোমাদের ভক্তরাও আসবে। ডবল বংশাবলী হবে। যখন ভক্তরা জানবে যে আমাদের ইষ্ট-রা একত্রিত হয়েছে তো কি করবে ? তারাও কোনো প্রশ্ন না করে পৌঁছে যাবে। যেমন এখনও অনেকে পৌঁছে যায় কিনা। ভক্তরা তো হয়ই চাতক পাখির মতন।

বাপদাদা শক্তিদের নাম উজ্জ্বল হওয়ায় আনন্দিত হচ্ছেন। সর্বশক্তিমান হলেন গুপ্ত আর শক্তিরা প্রত্যক্ষ রূপে উপস্থিত রয়েছে । তো শিব , শক্তিদের দেখে আনন্দিত হচ্ছেন। বাপদাদা স্বদেশ থেকেও দেখেন , কত লাইন লেগেছে , সেইটিও দেখেন। প্রত্যেক চৈতন্য মূর্তির মন্দির প্রাঙ্গনে লাইন লাগা আরম্ভ হয়েছে কিনা ।

বাচ্চাদের সেবা দেখে বাপদাদা আনন্দিত হচ্ছেন। বাবার চেয়েও লক্ষ গুণ বেশী প্রত্যক্ষ রূপে সেবার ময়দানে এসেছে আরও আসবে।

পার্টিদের *সঙ্গে* - (উত্তরপ্রদেশের জোন)

সর্বদা নিজেকে বিশ্বের সামনে এক যথার্থ পথ প্রদর্শক রূপে রূহানী পান্ডা ভেবেছ কি ? পান্ডাদের নাম কি ? উত্তরপ্রদেশে পান্ডা তো অনেক থাকে তাইনা ? সেই পান্ডারা কি করে আর তোমরা কি করো ? তারা কিরকম যাত্রা করায় আর তোমরা কি যাত্রা করাও ? তোমরা এমন যাত্রা করাও যে জন্ম-জন্মান্তরের যাত্রা থেকে মুক্তি লাভ হয় আর তারা বারবার যাত্রা করতেই থাকবে। তো সদাকালের জন্যে মুক্তি - জীবনমুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে এমন পান্ডা হয়েছ । অর্ধেক পথে ছেড়ে যাবেনা , পথ বিভ্রান্ত করবে না। লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। যেমন বাবার কাজ , বাবা পথ দেখিয়েছেন কিনা। তেমনই বাচ্চাদেরও সেই কাজ। পথ সে-ই বলে দিতে পারে যে স্বয়ং সে পথ চেনে। সেইটি কোন পথ ? জ্ঞান আর যোগ , এই পথ দ্বারা-ই মুক্তি এবং জীবনমুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। পথের মাঝে যেসব সাইডসীন আসে সেসব দেখতে থেমে যাওনা তো ? কেননা মায়া সাইডসীন রূপে থামাবার চেষ্টা করে , কোনো না কোনো পরিস্থিতি বা বিষয় এমন আসবে যে আটকানোর চেষ্টা করবে কিন্তু পাকা যাত্রী কখনও থামেনা , লক্ষ্যে পৌঁছেই যায় তাইনা । যদি এত সব পান্ডারা তৈরী হয়ে যায় তবে অনেক আত্মাদের পথ বলে দেবে , বিশ্বের কত আত্মারা আছে , সবাইকে পথ দেখাতে হবে তাইনা ।

বিভিন্ন *গ্রুপের* *সঙ্গে*

১. সবাই সদা সাক্ষী রূপে স্থির হয়ে প্রতিটি পার্ট প্লে করো কি ? সাক্ষী স্বরূপ স্টেজ স্থির থাকে তো? কখনও সাক্ষী রূপের বদলে পার্টধারী স্বরূপে পার্ট প্লে করতে করতে সাক্ষী স্বরূপ ভুলে যাওনা তো ? যে সাক্ষী হবে সে কখনোই কোনো পার্টে অস্থির হবেনা। ডিট্যাচ হবে আর প্রিয়ও হবে। ভালো সঙ্গে ভালো, খারাপের সঙ্গে খারাপ এমন হবেনা । সাক্ষী অর্থাৎ সর্ব কর্মে সদা সর্বের কল্যাণের বৃত্তিতে স্থির রয় যে। যা কিছু হচ্ছে তাতে কল্যাণ ভরা আছে। যদি মায়ার কোনো বিঘ্ন আসে তাও লাভ হয়েছে ভেবে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাবে , থামবে না। এমন হয়েছ ? সীটে বসে খেলা দেখো কি ? সাক্ষী রূপের সীট। এই সীটে বসে ড্রামা দেখলে খুব মজা পাবে। সর্বদা নিজেকে সাক্ষী রূপের সীটে সেট রাখো , তাহলেই বাঃ ড্রামা বাঃ হয়ে যাবে । এই গানই সদা গাইবে।

২. সবাই তীব্র পুরুষার্থী হয়েছ তো ? নতুনরাই কল্প-কল্পের পুরানো , পুরানো ভাবলেই নিজের অধিকার নিয়ে নেবে। এমন ভাবো কি যে আমরা হলাম কল্প-কল্পের অধিকারী । লাস্টে এসেও ফাস্ট হবে সেজন্য সহজ সাধন হল - নিরন্তর স্মরণ। স্মরণে ব্রেক হওয়া উচিত নয়। সদা কর্মযোগী । কর্মও করো আর স্মরণেও থাকো। যে সর্বদা কর্মযোগীর স্টেজে থাকে সে সহজেই কর্মাতীত স্বরূপ ধারণ করতে পারে। যখন ইচ্ছে কর্মে মগ্ন হবে, যখন ইচ্ছে ডিট্যাচ হয়ে যাবে।

৩. সর্বদা সেবার উৎসাহে থেকে বিশ্ব কল্যাণের বৃত্তিতে থাকো কি ? সদা বিশ্ব কল্যাণকারী স্বরূপধারী হয়ে সর্বের কল্যাণ করতে হবে , এইরকম বৃত্তি থাকে কি ? সর্বদা যেন এই বৃত্তি থাকে - এই বৃত্তি দ্বারা-ই বিশ্বের কল্যাণ করতে পারবে। সে বানী দ্বারা হোক আর বৃত্তি দ্বারা কিন্তু সদা

কল্যাণকারী স্মৃতিতে থাকো। যত এই বৃত্তিতে থাকবে ততই এগিয়ে যাবে। কেউ যত সেবা করে ততই অন্যদের খুশীর রিটার্ন নিজের মধ্যেও খুশীর অনুভূতি হয়। অন্যদের সেবা নয়। সর্বদা চড়তি কলার দিকে যাওয়ার সময় এখন থামার সময় নেই। যদি থামবে তাহলে লক্ষ্যে পৌঁছাবে কিভাবে ? প্রতিটি সেকেন্ডে চড়তি কলা আরোহণ কলা। অ্যাটেন্সনকে আন্ডারলাইন করলে সর্বদা চড়তি কলা হতেই থাকবে। আচ্ছা ।

বরদান : লৌকিক(হদের) দায়িত্ব গুলি অলৌকিকে (বেহদে) পরিবর্তনকারী স্মৃতি স্বরূপ নষ্টোমোহা ভব।

নষ্টোমোহা হতে শুধু নিজের স্মৃতি স্বরূপকে পরিবর্তন করো। মোহ তখনই উৎপন্ন হয় যখন এই কথা স্মৃতিতে থাকে যে আমরা হলাম গৃহস্থ , এই আমাদের সংসার , আমাদের সম্বন্ধ । এবারে এই লৌকিক (হদের) দায়িত্বটিকে অলৌকিক (বেহদের) দায়িত্বে পরিবর্তন করে দাও। বেহদের দায়িত্ব পালনে হদের দায়িত্ব স্বত:ই পূর্ণ হবে। কিন্তু যদি বেহদের দায়িত্ব ভুলে শুধুমাত্র হদের দায়িত্ব পালন করো তাহলে আরও ভুল হয় কেননা সেই কর্তব্য , মোহজালে পরিণত হয়। তাই নিজের স্মৃতি স্বরূপকে পরিবর্তন করে নষ্টোমোহা হও।

স্লোগান : এমন তীব্র বেগে উড়ে যাও যাতে পরিস্থিতির মেঘ যেন সেকেন্ডে ক্রস হয়।